পর্ব-৩

বাংলাদেশে শতবর্ষী গ্রন্থাগার: গোড়ার কথা

আশরাফুল আলম ছিদ্দিক

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫৫টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়। এসকল লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে বর্তমানে ৪২টি সচল এবং ১৩টি বিলুপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটির কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়েছে এবং কয়েকটি আর্থিক সংকট ও সঠিক পরিচালনার অভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সবগুলো শতবর্ষী গ্রন্থাগার বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে; কেবল বগুড়ার উডবার্ন সরকারি গণগ্রন্থাগার ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

শতবর্ষী ৪২টি সচল গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৬টি গ্রন্থাগার ব্যক্তির নামে, ২২টি গ্রন্থাগার স্থানের নামে এবং ৫টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ৩টি গ্রন্থাগার ইংরেজদের নামে, ৫টি মুসলিম ও ৮টি সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে। ৪২টি গ্রন্থাগারের মধ্যে মাত্র ২টি গ্রন্থাগার নারীর নামে নামকরণ করা হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থাগারের নাম একাধিকবার পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে। ৪২টি শতবর্ষী লাইব্রেরির মধ্যে ২১টি গ্রন্থাগারের নাম একাধিকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজশাহীর 'শাহ্ মখদুম ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি'র নাম ৫বার পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-ই-ইসলাম'-এর নাম পরিবর্তন করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে 'রাজশাহী মুসলিম ক্লাব' রাখা হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এই ক্লাবের নামকরণ করা হয় 'মুসলিম ইনস্টিটিউট'। আবার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'জিন্নাহ ইনস্টিটিউট'। স্বাধীনতার পর এই ইনস্টিটিউটের নাম রাখা হয় 'শাহ্ মখদুম ইনস্টিটিউট ও মাদার বখস হল' এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'শাহ্ মখদুম ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি'। শতবর্ষী কয়েকটি লাইব্রেরির নামকরণ করা হয়েছে ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির নামে যেমন: রামমোহন রায় পাঠাগার, ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি, শেরে বাংলা পাবলিক লাইব্রেরি, নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি।

শতবর্ষী গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ৩টি গ্রন্থাগার ঢাকা জেলায় অবস্থিত। কুমিল্লা, বরিশাল, বগুড়া, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও ঝিনাইদহ এই ৬টি জেলায় ২টি করে গ্রন্থাগার আছে। ১টি করে শতবর্ষী গ্রন্থাগার আছে ২৬টি জেলায়– কক্সবাজার, কুড়িগ্রাম, খুলনা, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও, পিরোজপুর, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ, নোয়াখালী, নাটোর, নড়াইল, নওগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, নিলফামারী, রাজবাড়ী, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মেহেরপুর এবং যশোর। বাংলাদেশের ৩১টি জেলায় শতাধিক বছরের পুরোনো কোনো গ্রন্থাগার নেই। ১৩টি বিলুপ্ত গ্রন্থাগারের মধ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলায় শতাধিক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৫টি লাইব্রেরি বর্তমানে বিলুপ্ত। বাগেরহাট, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, মেহেরপুর, খুলনা, কিশোরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ এই ৮টি জেলায় শতাধিক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত

৮টি গ্রন্থাগার বর্তমানে বিলুপ্ত। শতবর্ষী ৪২টি সচল গ্রন্থাগারের মধ্যে ২৩টি গ্রন্থাগার একাধিকবার স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান স্থানে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৪টি গ্রন্থাগার ৪বার এবং ১২টি গ্রন্থাগার ৩বার স্থানান্তরিত হয়েছে। ৪টি গ্রন্থাগারকে ভূমিকম্প, আগুন ও নদীভাঙনের জন্য স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে।

১৮৩২ থেকে ১৯২২ এই ৯১ বছরে বাংলাদেশে ৫৫টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯১০ ও ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ৪টি করে, ১৮৮২, ১৮৯০, ১৯০৯ এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ৩টি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মসালে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজ জেলা গোপালগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও এবং পিরোজপুরে ১টি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২টি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৮৫৪, ১৮৯৫, ১৯০১, ১৯০৭, ১৯১৫ এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আর কোনো লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮৭৩-১৮৮১ এই ৯ বছরে কোনো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয় নি। 'ললিত মোহন স্মৃতি গ্রন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ'–এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠার সাল পাওয়া যায় নি, মনে করা হয় ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

শতবর্ষী ৪২টি সচল গ্রন্থাগারের সবগুলোতেই প্রতিষ্ঠাকালে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও উদ্যোগী ব্যক্তিগণের সংশ্লিষ্টতা এবং সহযোগিতা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ১৪টি ইংরেজ কর্মকর্তা, ১৪টি রাজা-জমিদার-নবাব এবং ১৩টি স্থানীয় উদ্যোক্তা কিংবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ ইংরেজ কর্মকর্তাগণ নিজের ব্যক্তিগত অর্থ নয় বরং সরকারি তহবিল থেকেই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের জমিদার-নবাবরা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছেন। নড়াইল, রংপুর এবং নাটোরের জমিদারগণ বেশ কয়েকটি লাইব্রেরিতে জমিসহ আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন। নড়াইল, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার লাইব্রেরিগুলোতে তাঁদের সহযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজ কর্মকর্তা, জমিদার ও নবাবগণ অনেকে নিজের অথবা তাদের বংশধরদের নামে লাইব্রেরির নামকরণ করেছেন। কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটি, পৌরসভা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগেও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবকটি শতবর্ষী লাইব্রেরি নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শতবর্ষী গ্রন্থাগারগুলোর প্রতিষ্ঠাতা-উদ্যোক্তাগণ:

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের কুন্ডি পরগনার জমিদারদের উদ্যোগে রংপুর জেলার সদর থানায় কুন্ডি সদ্যপুস্করিণী গ্রামে 'রঙ্গপুর পুস্তাকাগার (রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরি)' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জমিদার রাজমোহন রায় চৌধুরী (১৭৮৬-১৮৪৭) এই লাইব্রেরির আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যশোরের জেলা কালেক্টর আর. সি. রেক্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে 'যশোর পাবলিক

লাইব্রেরি'র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। তখন নড়াইল আর নলডাঙ্গার দুই জমিদার ও তাদের সঙ্গে কিছু নীলকর সাহেব লাইব্রেরির জন্য অর্থ যোগান দিতেন। 'বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি' ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন জেলা জজ মিস্টার কেম্প আইসিএস সিভিল কোর্ট কম্পাউন্ডে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বিবির পুকুরের পূর্ব পাড়ে সরকারিভাবে লাইব্রেরির জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। এসময়ে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, বিনয়ভূষণ গুপ্ত, নওয়াব মীর মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমূখ সহযোগিতা করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও রেজিস্ট্রার মি. হ্যানরি রাসেল বগুড়া শহরে স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারি ও ভূস্বামীদের সহযোগিতায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি (উডবার্ন সরকারি গণগ্রন্থাগার) স্থাপন করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ার রাজস্ব আদায়কারী টি. পি. লারকিন্স লাইব্রেরির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও পাকা ভবন তৈরি করেন। এই লাইব্রেরির জন্য বগুড়ার সৈয়দ আলতাফ আলী এবং রংপুরের কাকিনার মহারাজা মুক্তহস্তে সাহায্য করেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক অভয় চন্দ্র দাস ঢাকার পাটুয়াটুলীতে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের দোতলার একটি কক্ষে পাঠগৃহ (রামমোহন রায় পাঠাগার) সূচনা করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগারটির উন্নয়নকল্পে ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা আজমসহ আরও অনেকেই যথেষ্ট অনুদান দিয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ১৮৭২ (১২৭৮ বাংলা) খ্রিস্টাব্দে কবি ভোলা নাথের আহ্বানে মুকুন্দলাল সাহা, রায়বাহাদুর জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, শিবচন্দ্র, অক্ষয় মৈত্রেয়, মথুরা নাথ কুণ্ডু, রাধা বিনোদ সাহা, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির প্রচেষ্টায় 'দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়' (কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গণি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'নর্থব্রুক হল পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আবদুল গণির পুত্র নবাব আহসান উল্লাহ, জমিদার ব্রজেন কুমার রায়, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়, অভয়চরণ দাস, গোবিন্দ লাল বসাক প্রমুখ ব্যক্তির পৃষ্টপোষকতায় এটি একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা ১২৯০ সনে নীলফামারীতে ব্রাহ্মসমাজের আর্দশে প্রভাবিত হয়ে কিছু সংস্কারমুক্ত হিন্দু ব্যক্তিত্ব 'নীলফামারী সম্মিলনী লাইব্রেরি' (নীলফামারী সাধারণ গ্রন্থাগার) প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তমিজউদ্দিন চৌধুরী এবং মজিবুর রহমান চৌধুরী নামে দুই ব্যক্তি গ্রন্থাগারের জন্য ৫৭ শতক জমি দান করেন। নাটোরের রাজা আনন্দনাথ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'রাজশাহী সাধারণ পুস্তকালয়' (রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার) নামকরণ করা হয়। দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় দেড় বিঘা জমি লাইব্রেরিকে দান করলে কেদারনাথ প্রসন্ন লাহিড়ী ১০ কক্ষবিশিষ্ট দ্বিতল ভবন তৈরি করে দেন এবং এখানে লাইব্রেরির কার্যক্রম চালু হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মিস্টার এ.এইচ. স্ট্রাইনের সঙ্গে আলোচনা করেন। জেলা প্রশাসক পাঠাগারের ভূমি এবং ভবনের জন্য ত্রিপুরা জেলার চাপলা রুসনাবাদের জমিদার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর-এর শরণাপন্ন হন। মহারাজ কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড়ে নিজস্ব ১০ বিঘা ৫ কাঠা ১৪ ছটাক ভূমিসহ 'বীরচন্দ্র মাণিক্য

গণপাঠাগার ও মিলনায়তন' নির্মাণ করে দেন।

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে জমিদার বরদা গোবিন্দ চৌধুরীর দত্তকপুত্র অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী নিজ-নামানুসারে পাবনা শহরে 'অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা গোবিন্দ চৌধুরী এই লাইব্রেরিকে আরও সমৃদ্ধ করেন। তেরো শতাংশ জমির ওপর দু-কক্ষের একটি অট্টালিকায় লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্থানীয় মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে এবং গবেষণা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আঞ্জুমান-ই-ইসলাম' (শাহ্ মখদুম ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'শাহ্ মখদুম দরগাহ এস্টেট' এই সংগঠনকে কিছু জমি দান করে এবং শ্রীরামপুর মৌজায় ৬ একর জমির উল্লেখযোগ্য অংশে লাইব্রেরি-ভবনটি অবস্থিত।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরের কোর্ট প্রাঙ্গণে মহকুমা প্রশাসন, শহরের শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে 'কুড়িগ্রাম ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি' (কুড়িগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে স্থানীয় জোতদার ও ম্যাজিস্ট্রেট যোগেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি খুলনা শহরের কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি একটি পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। নড়াইলের জমিদার প্রয়াত উমেশ চন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রায় কিরণ চন্দ্র রায়বাহাদুর আর্থিক সহায়তা করেন। খুলনা পৌরসভা ও টাউন হল সংলগ্ন একটি কক্ষে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে উদ্বোধন করা হয় 'উমেশ চন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি'।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের আমন্ত্রণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটোরে আগমন করেন। মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুবর্ষ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের লালবাজারে 'ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা বই, দেওয়ালঘড়ি এবং এককালীন অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পরে লাইব্রেরিটি লালবাজার হতে কাপুড়িয়া পট্টির ৫০ শতাংশ নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরে 'বাকল্যান্ড ঘাট পাবলিক লাইব্রেরি ও রিডিং হল' (চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা হয়। শোনা যায়, কলকাতায় অবস্থিত চট্টগ্রাম সমিতির উদ্যোগে লাইব্রেরিটি গড়ে উঠেছিল। চিটাগাং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নূর আহম্মদের কর্মতৎপরতায় গ্রন্থাগারের সদস্য ও বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে লালদিঘির দক্ষিণ পাড়ে একতলা বিল্ডিংয়ে লাইব্রেরিটি স্থানান্তরিত করে এবং লাইব্রেরিটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম পৌরসভার অধীনে পুরোপুরি ন্যস্ত হয়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সুধীজনের প্রচেষ্টায় পৌরসভার রেস্টহাউজে 'কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে লাইব্রেরিটিকে 'জর্জ অ্যান্ড

মেরি হলে' স্থানান্তরিত করা হয়। প্রথম দিকে লাইব্রেরির সঙ্গে জড়িত ছিলেনঃ মহকুমা প্রশাসক বাবু তারাপ্রসন্ন আচার্য, মুন্সেফ বাবু বি.বি. মুখার্জী, ডাক্তার কে.জি. মুখার্জী, অ্যাডভোকেট এ.কে. দত্ত প্রমুখ। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নড়াইলের লোহাগড়ায় ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার দুই বংশের (মজুমদার ও সরকার) দুটি পারিবারিক পাঠাগারকে একত্র করে 'শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরি' (রামনারায়ণ পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করেন। এক দশক পর রামনারায়ণ সরকারের ছেলে ভুবন মোহন সরকার লাইব্রেরির জন্য একটি দ্বিতল ভবন তৈরি করেন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর 'গাইবান্ধা নাট্য সংস্থা'র ভবনের পাশে ছোট্ট একটি ঘরে শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল 'গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাব'। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের তাজহাটের জমিদার গোবিন্দ লাল রায় দাস প্রায় ২ বিঘা জমি পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাবকে দান করেছিলেন। তখন এই জমিতে বর্তমান ভবনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসককে সভাপতি এবং সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে প্রথম কমিটি গঠন করা হয়।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মুন্সিগঞ্জে জমিদার হরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুরের দান করা ৬ শতাংশ জমিতে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি.সি. অ্যালেন 'হরেন্দ্রলাল লাইব্রেরি'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৩ আগস্ট শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভায় মহকুমা প্রশাসক গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি নির্বাচিত করে লাইব্রেরির কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি.সি. অ্যালেন লাইব্রেরির উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। তৎকালীন বাংলার গর্ভনর লর্ড লিটন ইংল্যান্ড থেকে সুদৃশ্য রাজকীয় আলমারিসহ এক সেট বিশ্বকোষ লাইব্রেরিতে উপহার দেন।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে 'বাণী লাইব্রেরী' (কোটচাঁদপুর পৌর সাধারণ পাঠাগার) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর পাঠাগারটি মিউনিসিপ্যালিটির আনুকুল্য পায়। বাবু হেমচন্দ্র মুখার্জী কোটচাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকাকালে (১৯১৩-৩৮) পাঠাগারটির উন্নয়নে সহযোগিতা করেন। লাইব্রেরিটি বাজারের ম্যাকলিয়ডের টালী-ঘরের পূর্ব দিকে তাজউদ্দিনের তৈরি দালানের একটি কক্ষে দীর্ঘদিন চালু ছিল।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক কৃষ্ণ দয়াল প্রামাণিক কর্তৃক পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সাড়া দিয়েছিলেন বাড়াদির জমিদার হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী ও গৌরীশঙ্কর আগরওয়াল। জমিদার হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী 'হরিশচন্দ্র হল' (কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি) নামে লাইব্রেরিভবন এবং লাইব্রেরির পাশেই গৌরীশঙ্কর আগরওয়াল পিতা রামচন্দ্রের নামে 'রামচন্দ্র পার্ক' নির্মাণ করেন। কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরিকে নড়াইলের জমিদার ২০০ টাকা সাহায্য করেছিলেন; সহায়তায় আরও যুক্ত হন মেদিনীপুরের জমিদারি কোম্পানি, কয়েকজন নীলকর ও শিল্পপতি। নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম.সি. মুখার্জি এবং কুষ্টিয়ার মুন্সেফ

দাশরথী দত্ত বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জমিদার শ্রী প্যারীমোহন স্যান্যাল (১৮২৭-১৯১৮)-এর জমি ও অর্থ সাহায্যে নওগাঁয় 'প্যারীমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার'টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ফরাশগঞ্জে মোহিনী মোহন দাশের ভাড়াবাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনে একটি পাঠাগার (রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগার) প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী পরমানন্দ। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে লাইব্রেরিটি গোপীবাগে স্থানান্তর করা হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুমিল্লায় নিজ বাড়িতে 'ঈশ্বর পাঠশালা টোল' এবং এর সঙ্গে একটি সংস্কৃত শাস্ত্রের গ্রন্থাগার (রামমালা গ্রন্থাগার) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগারটি 'ঈশ্বর পাঠশালা টোল' থেকে রামমালা ছাত্রাবাসে, এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৃথক ভবন তৈরি করলে গ্রন্থাগারটি সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমার রাজবাড়ীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্যার জন শেফার্ড উডহেড-এর উদ্যোগে রাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'উডহেড পাবলিক লাইব্রেরি' (রাজবাড়ি পাবলিক লাইব্রেরি)। রাজবাড়ীর বিশিষ্ট ব্যক্তি বৃন্দাবন চন্দ্র দাসের পৈত্রিক জমির উপর লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত। তিনি কার্যকরী কমিটির একজন সদস্য হিসেবে লাইব্রেরির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেছেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ শহরে শীতলক্ষ্যার পশ্চিম পারে কয়েকজন সাহিত্যামোদী ও উদ্যোগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় 'ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরি ও ক্লাব' (আলী আহাম্মদ চুনকা নগর মিলনায়তন ও পাঠাগার) গড়ে ওঠে। এই লাইব্রেরিটিকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভার সহযোগিতায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার হিসেবে গঠন করা হয়।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বগুড়ার শেরপুরে স্থানীয় জমিদার ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় 'শেরপুর টাউন ক্লাব পাবলিক লাইব্রেরি' নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাজারামপুরে মিঞা বংশের সহযোগিতা ও পৃষ্টপোষকতায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে 'রাজারামপুর রিডিং ক্লাব' (রাজারামপুর হিতসাধন সমিতি ও পাঠাগার) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন ড. ফজলুর রহমান মিঞা এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন তরিকুল আলম মিঞা। প্রথমে আজিজুর রহমান এবং পরে নাজমুল হক মিঞার ঘরে গ্রন্থাগারটি পরিচালনা করা হতো। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক ললিতচন্দ্র গুহ এবং চুয়াডাঙ্গার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় শ্রীমন্ত টাউন হলের পূর্ব দিকের গ্রিনরুমে সভা করে 'আবুল হোসেন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার' (চুয়াডাঙ্গা আবুল হোসেন পৌর পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করেন।

জমিদার সৈয়দ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ১ একর ৬৮ শতক জমির ওপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'ঠাকুরগাঁও ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি' (ঠাকুরগাঁও সাধারণ পাঠাগার) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ বদরুদ্দোজা চৌধুরী এই জমি লাইব্রেরির নামে দান করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে

ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জ ক্ষমতায় এলে রাজকোষ থেকে আমোদ-প্রমোদের জন্য উপনবিশেগুলোতে অর্থ পাঠানো হয়। তা দিয়ে গোপালগঞ্জের নাট্যামোদী আইনজীবীরা 'করোনেশন থিয়েটার ক্লাব' গড়ে তোলনে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে করোনেশন থিয়েটার ক্লাবের একটি কক্ষে 'করোনেশন পাবলিক লাইব্রেরি' (নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে গোপালগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক হামিদ খান এই লাইব্রেরির জন্য ১০ শতক জমি বন্দোবস্ত করেন এবং এই জমিতে সাইদ আলী খান লাইব্রেরি ভবন তৈরি করে দেন। 'লক্ষ্মীপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও টাউন হল' ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, লক্ষ্মীপুর দালালবাজারের জমিদারপত্মী পূর্ণশশী চৌধুরানী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ২১ শতাংশ ভূমি দান করেন।

তথ্যসূত্রঃ

০১. 'বাংলাদেশের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার', ফজলে রাব্বি; ফেব্রুয়ারি ২০০৩; অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা
০২. 'বাংলাদেশের শতবর্ষের গণগ্রন্থাগার', মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান; ফেব্রুয়ারি ২০০৩
০৩. 'রংপুরের ইতিহাস', ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান; এপ্রিল ২০১২, গতিধারা, ঢাকা
০৪. 'বিক্রমপুরের পুরাতন পাঠাগার', মো. শাহজাহান মিয়া; বিক্রমপুর সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, আগস্ট ২০১৪ (অনলাইন সংস্করণ)
০৫. 'সিলেটে ইংরেজি শিক্ষার পথিকৃৎ প্রাইজ ও তাঁর স্মৃতিতে লাইব্রেরি', সেলিম আউয়াল; দৈনিক সিলেট মিরর, সেপ্টেম্বর ২০২০
০৬. 'শতবর্ষী গ্রন্থাগার পরিচিতি', হাফিজা খাতুন এবং আশরাফুল আলম ছিদ্দিক; ফেব্রুয়ারি ২০২২